টাকা ছাড়াই শিল্পপতি হবার ফর্মুলা

শুধু চাকরি করতে হবে এমন কোন কথা নেই। আপনার পরিশ্রমী, সৎ ও আত্মবিশ্বাসী। অতএব কোন চিন্তা নেই। আপনার জন্য আছে অনেক প্রতিষ্ঠান যারা আপনাকে অর্থ, বুদ্ধি, প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করবে। তাদের সহযোগিতায় আপনি হতে পারেন শিল্পপতি... রিপোর্ট করেছেন **সাইফুল হাসান**

জিয়াউন্নাহার, ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মালিক, কুটির শিল্পজাত ব্যবসায়ী। ৮ বছর এই ব্যবসার সঙ্গে আছেন। তিনি ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু করেছিলেন। ধীরে ধীরে তার প্রতিষ্ঠানের আয়তন বেড়েছে। ব্যবসাও বাড়ছে। তিনি হোম ফ্যাশন, কিচেন এপ্রোন, কটি, সোফার কাভার, কুশন কাভার, নকশি কাঁথা নিয়ে কাজ করেন। জিয়াউন্নাহারের পণ্যের ক্রেতা শুধু দেশী নয়, বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। সীমিত পরিসরে হলেও হচ্ছে এতেই খুশি জিয়াউন্নাহার। তার কথা বাংলাদেশী এক বধূ যার নাম খ্যাতি যশ নেই তার তৈরি পণ্য বিদেশে যাচ্ছে বিদেশীরা কিনছে এটা ভাবতেই ভালো লাগে। যে কারণে মাঝে মাঝে তিনি অর্ডারও পাচ্ছেন। অর্ডারকৃত পণ্যের মধ্যে নক্‌শিকাথা, কুশন কাভার, শো পিস জাতীয় পণ্যই বেশি বলে জানালেন।

জিয়াউন্নাহার ১৯৯২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাস করেন। বিষয় ছিল ভূগোল। পাস করার পর একটি এনজিওতে কাজ নেন। কথা প্রসঙ্গে জানালেন এনজিওতে কাজ করতে তার ভালো লাগছিলো না। লেখাপড়া শিখেছেন অতএব নিজে কিছু করতে চান। একদম নিজের মতো করে। কিন্তু কি করবেন, কোথায় যাবেন এসব চিন্তা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলো। এরপরের ঘটনাটুকু জিয়াউন্নাহার-এর মুখেই শোনা যাক—

কিছু একটা করতে চাই আমি, কিন্তু কি করবো জানি না। পড়লাম মহাফাঁপড়ে। আবার চাকরিও ভালো লাগছিলো না। বলা বাহুল্য আমি আগে থেকেই আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কিছু ট্রেনিং করেছিলাম। বিসিক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারি কিছু ক্ষেত্রেও আমার ট্রেনিং ছিলো। ভাবলাম ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে কাজ যেহেতু কিছু শিখেছি অতএব কিছু একটা করতে অবশ্যই পারবো।

এই আত্মবিশ্বাসটুকুই ছিলো সম্বল। অনেক ভেবে ঠিক করলাম ব্লক, বাটিক অর্থাৎ কুটির শিল্প নিয়ে কাজ করবো। যখন সিদ্ধান্ত নিলাম তখন দেখলাম আমার কাছে কোনো টাকা নেই। এমনকি শুরু করার জন্য মিনিমাম যে মূলধন দরকার সেটাও নেই। আমাকে টাকা দেবে এমন মানুষেরও অভাব ছিল। সত্যি বলতে কারো কাছ থেকে ধার করতে খারাপ লাগছিলো। বিবেকে বাঁধছিলো। যা হোক একজন পরামর্শ দিলেন বিসিক এ সব কাজে লোন দেয়। তার পরামর্শ অনুযায়ী বিসিকে যোগাযোগ করলাম। বিসিকও আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করলো। ব্যক্তিগত একজন গ্যারান্টারের মাধ্যমে বিসিক থেকে ৫০ হাজার টাকা লোন নিলাম। তারপর দেরি না করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। প্রথম প্রথম এতো পরিশ্রম করতে হতো বলার নয়। আস্তে আস্তে বিসিকের ৫০ হাজার টাকা শোধ করে দেই। এখন জনতা ব্যাংক সাহায্য করছে। বর্তমানে আমি একটি ট্রেনিং সেন্টার করেছি। ৩০টি বাণিজ্য পণ্যের ওপর ট্রেনিং দেয়া হয় এখানে। গোপীবাগ এলাকায় এলে দেখবেন আমার 'স্বর্ণপ্রভা' ট্রেনিং সেন্টার। অনেক মেয়ে এখানে ট্রেনিং করছে। তারা প্রত্যেকেই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিসিক যদি আমাকে সেদিন লোনের ব্যবস্থা না করতো আমার দ্বারা এ পর্যন্ত পৌছানো সম্ভব হতো না।

ইলিয়াস হোসেন, বাড়ি সিরাজগঞ্জ। ১৯৮৬ সালে ঢাকায় আসেন। ইলিয়াস আলী যখন ঢাকায় আসেন তখন বেকার। ঢাকা রওয়ানা হওয়ার আগে তিনি কেবল তার বহু দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়ের ঠিকানা জানতেন। জনৈক আত্মীয় সিট কাপড় ফেরি করে বিক্রি করতো। যখন ইলিয়াস আলী ঢাকায় পৌছায় তখন তার আত্মীয়ের ব্যবসা শেষ প্রায়। ইলিয়াস আলীর হাতে ৪৪০ টাকা দিয়ে তার আত্মীয় গ্রামের বাড়িতে যায় টাকার সন্ধানে। টাকা না পাওয়ায় ঐ আত্মীয়ের সঙ্গে ইলিয়াস আলীর আর ব্যবসা করা হয় না। কিন্তু দমে যান না তিনি। ঢাকার রাস্তায় রিকশা নিয়ে নেমে পড়েন। ৬ মাস রিকশা চালান। তার হাতে জমে ১৯০০ টাকা। এই মূলধন দিয়েই তিনি সিট কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। ইলিয়াস বলেন, 'একজন দর্জি ঠিক করলাম। কম দামের ব্লাউজ, পেটিকোট, বেডশিট, বালিশের কভার বানিয়ে সেগুলো ফেরি করে বিক্রি করতাম। এভাবে আড়াই বছর চলার পর হাতে ৪০-৫০ হাজার টাকা ক্যাশ হলো। সাভার চলে গেলাম। একটা জায়গা ভাড়া নিয়ে নিজেই রাত জেগে কাপড় কাটতাম, বানাতাম। সকালে ফেরি করতে বেরোতাম। এখন

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের আওতায় বিসিক আপনাকে সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকার লোনের জন্য ব্যাংককে সুপারিশ করবে। ৫০ হাজার টাকার মধ্যে হলে তারাই দেবে। কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ৫ লাখ টাকা, মাইডাস একলাখ থেকে কোটি কোটি টাকার ব্যবস্থা করতে পারবে আপনার আইডিয়াকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য

আমার এখানে ১৫০টি মেশিন চলে। ৩০০ লোক কাজ করে। রেগুলার ব্যবসায়িক ক্লায়েন্ট আছে ২০০-রও বেশি। আপনাদের দোয়ায় সাভারে দুটি বাড়ি করেছি। বাবা-মা, ভাই-বোন সবাইকে নিয়ে ভালো আছি। এক সময় ৫০ হাজার টাকা জোগাড় করার জন্য আড়াই বছর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হয়েছে। আর আজকে আমার দিনেই ৫০ হাজার টাকার ওপর বেচাকেনা হয়। সাভার এলাকায় রাকিব গার্মেন্টসের নাম বললে সবাই চেনে।' পরিশ্রম করলে সাফল্য পাওয়া সম্ভব ইলিয়াস আলী তার প্রমাণ। এক সময় ঢাকায় ইলিয়াস আলী একটা কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেছেন আর আজকে তার অধীনে কত কর্মচারী কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে এটাই ইলিয়াস আলীর গর্ব। ব্যবসার অনেক ধরন আছে। যদিও বাংলাদেশে কোনো একটি ট্রেন্ড চালু হয়ে গেলে সবাই তার পেছনে ছোটে। মাইডাসের পদস্থ কর্মকর্তা গোলাম সরোয়ার ভূঁইয়া বলেন, 'এটা খুব বাজে উদাহরণ আমাদের জন্য। কেউ একটা কিছুতে ভালো করলে সবাই সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্যবসা শুধু নয়, কাজের জন্য অনেক রকমের, অনেক ধরনের ক্ষেত্র আছে। আমরা উদ্যোক্তাদের এ জিনিসটা বোঝাতে চাই। তার মানে এই নয় যে, প্রচলিত ধারায় কেউ কোনো ব্যবসা করতে চাইলে আমরা সহযোগিতার হাত বাড়াচ্ছি না। এখানে আমরা শুধুই সম্ভাবনা দেখি। তবে পরামর্শ দেই বিভিন্ন ধরনের কাজে বিনিয়োগ করতে। যেমন বুটিকের ব্যবসা। এই সেক্টরে বিনিয়োগ করতে করতে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, বুটিকের অনেক প্রতিষ্ঠানই এখন লস করছে। অথচ এই সেক্টরেই ভিন্ন ধরনের চিন্তা করা সম্ভব।'

মিসেস শাহানারা মাহবুল। পেশায় ডাক্তার। লালমাটিয়াতে নিজস্ব বাড়ি আছে। তারপরও শাহানারা মাহবুল ভাবলেন কিছু একটা করতে হবে। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি বাসারই একটা রুমে শুরু করেন 'যশোহর শাড়ি ঘর'। নিজস্ব উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানটি ভালোই চলছিল। আস্তে আস্তে ব্যবসার আকারও বাড়ছিলো। '৯৫ সালে পর পর দু'বার তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ডাকাতি হওয়ায় শাহানারা মাহাবুল ভেঙে পড়েন। ব্যবসা করবেন না বলে সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেন। এ সময় শাহানারা মাহবুলকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে মাইডাস। এক লাখ টাকা দিয়ে মাইডাস তাকে পুনরায় ব্যবসা শুরু করতে পরামর্শ দেয়। পরিবারের সবাই তখন মিসেস

শাহানারাকে আবার নতুন করে শুরু করার পরামর্শ দেন। তিনি মাত্র এক লাখ টাকা সম্বল করে নতুন আঙ্গিকে ব্যবসা শুরু করেন। মিসেস শাহানারা মাহাবুল ২০০০কে বলেন, 'যশোহর শাড়ি ঘর আজ বিশাল প্রতিষ্ঠান। ঢাকার বিখ্যাত সব প্রতিষ্ঠান এখান থেকে হোলসেল শাড়ি সালোয়াড় কামিজ কেনে। আমি আমার প্রতিষ্ঠানের প্রচার ঐভাবে করিনি। কারণ এখন যা অর্ডার থাকে তা সাপ্লাই দিতেই হিমশিম খেতে হয়। যা হোক যে কথাটি বলতেই হয়, সেটি হলো ঐ দিন যদি মাইডাস আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে না আসতো তবে ব্যবসা আর করা হতো না। প্রথমে এক লাখ টাকা নিয়েছি। শোধ করেছি– এভাবে ২১ লাখ টাকা আমি তাদের থেকে নিয়েছি। ব্যবসা করেছি আবার তা শোধও করেছি। আমার তো মনে হয় চাকরি খোঁজার চেয়ে এভাবে সাবলম্বী হওয়া অনেক ভালো।' বাংলাদেশে জনসংখ্যা বেশি কিন্তু সুযোগ কম। গত কয়েক বছরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেহারে বেড়েছে চাকরির সুযোগ সেই তুলনায় বাড়েনি বললেই চলে। ফলে সমাজে অশুভ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এটা দূর করতে আপনি স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আর সবাইকে যে চাকরি করতে হবে এমন নয়। বিসিক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, মাইডাসের মতো সেবামূলক যে সব প্রতিষ্ঠান আছে তারা আপনাকে সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত। আপনি তাদের কাছে যান। তারা আপনাকে পরামর্শ দেবে, পথ দেখিয়ে দেবে, আপনাকে সাবলম্বী হওয়ার সুযোগ করে দেবে। তবে যাই করেন ভেবে করতে হবে। অন্ধের মতো পথ চলা তো আপনাকে মানায় না। চিন্তা করুন আপনি যেটা করতে চাচ্ছেন সেটাই সেরা এবং সময়োপযোগী। তারপর এক সময় কাজে নেমে পড়ুন– দেখবেন কোনো সমস্যা নেই।

যা হোক, যেকোনো ব্যবসা বা টিকে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন। ব্যবসার ধরনের ওপর নির্ভর করে পুঁজি কত টাকা দরকার। বাংলাদেশে এ কথাও সত্য যে, পুঁজির সংকটের কারণেই অনেক সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটছে। এ বিষয়ে বিসিকের ডিজিএম আবু তাহের খানের বক্তব্য, 'টাকার অভাবে ব্যবসা করতে পারছে না, কথাটা আমি বিশ্বাস করি না। যদি কেউ আন্তরিক ভাবে কিছু করতে চায়, চাওয়ার পেছনে যদি সততা ও আন্তরিকতা থাকে তবে অর্থ কোনো সমস্যা নয়। প্রয়োজন বুদ্ধি ও পরিকল্পনার।'

জিয়াউন্নাহার

আত্মবিশ্বাসটুকুই ছিলো সম্বল। অনেক ভেবে ঠিক করলাম ব্লক, বাটিক অর্থাৎ কুটির শিল্প নিয়ে কাজ করবো। যখন সিদ্ধান্ত নিলাম তখন দেখলাম আমার কাছে কোনো টাকা নেই। আমাকে টাকা দেবে এমন মানুষেরও অভাব ছিল। তখন একজন পরামর্শ দিলেন বিসিক এ সব কাজে লোন দেয়

সততা, পরিশ্রম, পরিকল্পনা এমনকি অর্থ থাকার পরও অনেকে বসে থাকেন, কারণ অর্থ বিনিয়োগ কোথায় কিভাবে করা যায় সেটা সম্পর্কে তারা জানেন না।

পুঁজি যখন ১০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা

আজকাল আর ৫, ১০ বা ২৫ হাজার টাকায় কোনো ব্যবসা হয় না। ব্যবসার জন্য প্রচুর টাকার দরকার হয়। তার পরও সুযোগ যে একদম নেই তা নয়। সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা থাকলেই ছোট আঙ্গিকে ব্যবসা শুরু করা সম্ভব। সেটা হতে পারে ব্লক, বুটিক, ফাস্ট ফুড, মুদি দোকান বা মাছের ব্যবসা। তবে এই টাকা দিয়ে ঢাকার চেয়ে গ্রামাঞ্চলেই ব্যবসার সুযোগ বেশি। এক্ষেত্রে

সবচেয়ে ভালো ব্যবসা হলো মাছ চাষ। যদি নিজের পুকুর থাকে তাহলে সেখানেই শুরু করা যেতে পারে। আবার লিজও নিতে পারেন। ঠিকমতো পরিচর্যা ও পরিশ্রম করতে পারলেই ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা কম, তবে লাভবান হবার সম্ভাবনা অনেক। আসলে যেকোনো ব্যবসা ছোট পরিসরে শুরু করা উচিত। সেক্ষেত্রে হাতে অল্প টাকা আছে তাই ক্ষুদ্রভাবেই শুরু হওয়া ভালো। আপনার কাছে ২০ বা ৫০ হাজার টাকা আছে, এ টাকা দিয়ে বাড়ির ছাদে বা নিজের জমি আছে সেখানে নার্সারি করতে পারেন। ইদানীং নার্সারি খুব লাভজনক ব্যবসা। সম্ভবত খুব কম টাকায় এরচেয়ে ভালো ব্যবসা আর নেই। নার্সারি ভালো লাগছে না সমস্যা নেই। এতো টাকা নেই, ১০-১৫ হাজার টাকা আছে, ভালো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গ্রামাঞ্চলে আম, জাম, তেঁতুল, বড়ই এগুলোর দাম শহরের তুলনায় কম। আমের আচার, তেঁতুলের আচার, বড়ই-এর আচার মানুষ খেতে পছন্দ করে। গ্রাম থেকে এই ফলগুলো কিনে আচার বানিয়ে সেটাকে প্যাকেট করে বাজারজাত করা যেতে পারে। আর এর জন্য খুব কম টাকার প্রয়োজন। মাত্র ৫ হাজার টাকা হলে শুরু করা যায় এ ধরনের ব্যবসা। যদিও প্রথম অবস্থায় এ ধরনের ব্যবসা আপনার জীবন ধারণের নিশ্চয়তা দেবে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে ভালোভাবে করতে পারলে ছোট পুঁজির ছোট ব্যবসা সুন্দর ভবিষ্যৎ উপহার দিতে পারে।

পুঁজি যখন ১০ লাখ

অর্কিড মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক এমএম মাহাবুব আমিন। অর্কিড মেটাল সেফটিপিনস, স্টাপল্‌স, ড্রেসের হুক, পেপার পিন জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করে। ১৯৯৩ সালের আগে মাহবুব আমিন তার ব্যবসা শুরু করেন। তখন তারা শুধু একটি আইটেম উৎপাদন করতেন। এবং সেই পণ্যকে যতটা সম্ভব ভালোভাবে বিপণন করতেন। একটা সময় সেফটিপিন উৎপাদনকারী মাহাবুব আমিন চিন্তা করলেন ব্যবসা বাড়াতে হবে। অথচ তার কাছে পর্যাপ্ত টাকা ছিল না। বাধ্য হয়েই তিনি মাইডাস থেকে ঋণ নেন। এখন মাহাবুব আমিনের অর্কিড মেটাল অনেক ধরনের আইটেম উৎপাদন করছে। ১৯৯৫ সালে লোন নেয়ার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি শুধু সামনের দিকে এগিয়েছে। এখন এটি একটি বড় প্রতিষ্ঠান। বিষয় হচ্ছে, আপনি যা ৫-১০ হাজার টাকায় শুরু করতে পারেন, একই ব্যবসা বড় ভাবে শুরু করা যায়। আপনার কাছে ২ লাখ আছে, স্টক ব্যবসা শুরু করেন। অর্থাৎ বাজার থেকে পণ্য কিনে কিছুদিন রেখে দিলেন, তারপর বাজারমূল্য ও সুবিধা মতো সময়ে বিক্রি করে দিলেন। এতে ভালো রোজগার হতে পারে। 'মোজার' ফ্যাক্টরি করতে পারেন। এর জন্য ২ থেকে ৫ লাখ টাকা হলেই চলবে। ফ্যাশন হাউজ করতে পারেন। খাদ্য জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করতে পারেন। গার্মেন্টসের ওয়াশিং প্লান্ট করা যেতে পারে। যদিও বর্তমান সময়ে গার্মেন্টস ব্যবসায় মন্দা যাবার কারণে ওয়াশিং প্লান্টের ব্যবসা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। ক্যাটারিং সার্ভিস করা যেতে পারে। হোম সার্ভিসসহ অসংখ্য আইটেমের কথা বলা যাবে।

মূলধন যখন কোটি টাকা

বাংলাদেশে একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়, সেটি হলো টাকা হলে সবই সম্ভব। আসলেই কি তাই? শুধু টাকা থাকলেই চলে না। টাকার প্রয়োজনীয় ব্যবহারটাও জানতে হবে। টাকার সঠিক ব্যবহার না জানলে আয় করাও সম্ভব নয়। ঢাকা শহরে একটি বাড়ি বা একখন্ড জমির মালিক আপনি। কিংবা আপনার কাছে সমপরিমাণ মূল্যের কিছু আছে, বিনিময়ে আপনি ঋণ পেতে পারেন। এমন অনেকেই আছেন যাদের নগদ টাকা নেই কিন্তু সম্পদ আছে, তারা জানেনই না যে এই সম্পদের বিপরীতে তারা ব্যবসার জন্য লোন পেতে পারেন। আপনার কাছে এক কোটি বা সমপরিমাণ মূল্যের সম্পদ আছে। আপনি কৃষিভিত্তিক শিল্প করতে পারেন। অথবা কৃষি পণ্যকে আধুনিক পদ্ধতিতে প্যাকেটজাত করে বাজারজাত করতে পারেন। যেকোনো ধরনের ক্ষুদ্র শিল্প করার উদ্যোগ নিতে পারেন। সাইবার ক্যাফে করতে পারেন। খুব ভালোভাবে একটি সাইবার ক্যাফে করার জন্য ৪০ থেকে ৫০ লাখ টাকার প্রয়োজন। ২০০৩ সালে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পর সাইবার শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। বর্তমান সময়ে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট খুব ভালো ব্যবসা। এটা করতে পারেন। অথবা ইলেক্ট্রিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং যে দিকে আপনার মন চায় আপনি বিনিয়োগ করতে পারবেন। এ জন্য শুধু আপনাকে চিন্তা করে বের করতে হবে আপনি কি ধরনের শিল্প বা ব্যবসা করতে আগ্রহী। তারপর আপনার বাড়ির দলিল বা সমপরিমাণ মূল্যের সম্পদই টাকার ব্যবস্থা করে দেবে।

কি চান আপনি

জিয়াউন্নাহার বা মিসেস শাহানা মাহাবুল অসংখ্য ঘটনার মধ্যে একটি উদাহরণ মাত্র। এমন অনেকেই আছেন যারা এখন সরকারি-বেসরকারি চাকরি খোঁজা বাদ দিয়ে নিজেরাই কিছু করতে চাচ্ছেন। যদিও এই সংখ্যা আমাদের জনসংখ্যার তুলনায় খুব, খু-উ-ব কম। বর্তমান সময়ের তরুণ/তরুণীরা স্নাতক ডিগ্রি পাস করে বসে আছেন। চাকরি খুঁজছেন। ইন্টারভিউ দিচ্ছেন। কিংবা প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খেটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখছেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ বন্ধ। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কিছু চাকরির সুযোগ থাকলেও আপনি ভাবছেন ঐ চাকরিগুলো মন মতো হবে না। হলেও এতো কম বেতন যে,

যোগাযোগ করবেন যেখানে

বিসিক : বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গায় বিসিকের শাখা অফিস আছে। যে যার যার এলাকায় বিসিক অফিসে আবেদন করবেন। বিসিক আবেদনগুলো খতিয়ে দেখবে। যদি আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছু করতে চান তবে প্রজেক্ট প্রপ্রোজাল জমা দিতে হবে। আবেদনের জন্য সিসিকের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। এরপর বিসিক শিল্প নগরীর প্লট, ঋণ সহায়তা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের জন্য কি কি প্রয়োজন হবে বিসিক কর্মকর্তারা তা আপনাকে জানিয়ে দেবে। বিসিক কর্মকর্তারা তা আপনাকে জানিয়ে দেবে। বিসিক এবং ব্যাংক তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র গ্যারান্টার পেলেই আপনাকে ঋণ দিয়ে সহায়তা করবে।

কর্মসংস্থান ব্যাংক : সারা বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো জেলায় কর্ম সংস্থান ব্যাংকের শাখা আছে। স্ব-স্ব জেলাধীন অফিসে ঋণের জন্য আবেদন করতে হবে। - তরুণদের

যাতায়াত ভাড়া দিতে গিয়েই শেষ হয়ে যাবে। অতএব চাকরি নয়, ব্যবসা বা অন্য কিছু। কিন্তু কি সেটা আপনি জানেন না, জানলেও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। এরকম সমস্যার মুখে বাংলাদেশের তরুণ/তরুণীরা কম বেশি পড়েন। আপনার সমস্যার সমাধান দেয়ার জন্য দেশেই রয়েছে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান। যারা আপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। কিংবা আপনার নেয়া সিদ্ধান্তকে তারা কার্যকরি করতে সহযোগিতা করবে। যে জন্য প্রথম জানতে হবে কি করতে চান আপনি। কি করতে চান নিশ্চিত হবার পর আপনি যোগাযোগ করতে পারেন বিসিক- কর্মসংস্থান ব্যাংক বা মাইডাসের সঙ্গে। যোগাযোগ করার পর তারাই আপনাকে বলে দেবে আপনি যা করতে যাচ্ছেন তা কতটা বাস্তব সম্মত? আপনার চাওয়াকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য এসব প্রতিষ্ঠান তাদের করণীয় সব কিছু করবে। এ বিষয়ে বিসিকের ডিজিএম (পরিকল্পনা) ২০০০কে বলেন, 'জানেন তরুণদের মূল সমস্যা হচ্ছে তারা জানে না তারা কি করতে চায়। আর যদি কেউ জেনেও থাকে তবে বাবার টাকা না থাকলে ঐখানেই থেমে যায় তারা। সমাজে তাদের উৎসাহ দেয়ার মানুষ যেমন কম তেমনি পরিবার থেকে ঐ সব তরুণদের ব্যবসার চেয়ে চাকরির দিকে ঝুঁকতেই প্রেশার করে বেশি। ফলে একজন তরুণ বা তরুণীর কোনো লক্ষ্য থাকলেও তারা হতোদ্যম হয়ে পিছিয়ে পড়ে।'

বিসিকের ট্রেনিং সেন্টারে পুতুল তৈরি শেখানো হচ্ছে

টাকা প্রধান সমস্যা নয়

ব্যবসা করতে চান অথচ টাকার অভাবে করতে পারছেন না। আপনি কি সৎ, পরিশ্রমী এবং যা করতে চান সে ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী? তাহলে আপনার জন্য টাকা কোনো সমস্যা নয়। আপনার চমৎকার আইডিয়ায় আপনাকে টাকার ব্যবস্থা করে দেবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের আওতায় বিসিক আপনাকে ১ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকার লোনের জন্য ব্যাংককে সুপারিশ করবে। ৫০ হাজার টাকার মধ্যে হলে তারাই দেবে। কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ৫ লাখ টাকা, মাইডাস একলাখ থেকে কোটি কোটি টাকার ব্যবস্থা করতে পারবে আপনার আইডিয়াকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য। এক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব কিছু নিয়ম মেনে তবে আপনার টাকার ব্যবস্থা করবে। এরপর আপনাকে শুধু সততা, সাহস আর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রজেক্টকে এগিয়ে নিতে হবে। এরপরে আপনাকে প্রতিমাসে কিস্তি শোধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আপনি কি পরিমাণ টাকা লোন নিচ্ছেন বা পাচ্ছেন তার ওপর নির্ভর করছে আপনার কিস্তি কেমন হবে এবং তা কতদিনে শোধ করতে হবে।

যে সব খাতে লোন পাবেন

যেহেতু আপনি জানেন অথবা জানেন না আপনি কি করবেন? সোজা চলে যান বিসিক কর্মসংস্থান ব্যাংক বা মাইডাসে। তারা আপনার সঙ্গে কথা বলে আপনি করতে পারবেন এমন সম্ভাব্য কিছু প্রজেক্টের কথা বলবে। এখান থেকে বেছে নিতে হবে আপনার পছন্দসই কাজ। তারপর আসছে লোন প্রসঙ্গ। বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের আওতাধীন সব ধরনের ব্যবসাকেই সাহায্য এবং উৎসাহিত করে। বিসিকের কাজই হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যে সমস্ত উদ্যোক্তা করতে চায় তাদের সব ধরনের সমর্থন দেয়া। কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে। কর্মসংস্থান ব্যাংক ৫ লাখ টাকার মধ্যে করা যায় এমন সব ধরনের প্রকল্পে অর্থ সাহায্য দেয়। মাইডাসও একই রকম মোটামুটি সব ধরনের প্রকল্পকেই সাহায্য করে। তবে এখানে একটা কথা থাকে যে, ঋণ দেয়ার আগে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রজেক্ট থেকে টাকা ফেরত পাবে কি-না তার সম্ভাব্যতা যাচাই করে। টাকা ফেরত পাবার সম্ভাবনা রয়েছে সে ক্ষেত্রেই কেবল তারা আপনার প্রকল্পকে সহযোগিতা করবে।

লোন পাবার নিয়ম

লোন পাবার নিয়ম মোটামুটি সব জায়গায় একই রকম। তবে বিসিকের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাটা ভিন্ন। বিসিক সরাসরি কাউকে লোন দেয় না। প্রজেক্ট প্রস্তাব হাতে পাওয়ার পর বিসিক কর্মকর্তারা প্রজেক্টের সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে উদ্যোক্তাকে ব্যাংকের কাছে নিয়ে যায়। সরকারি ব্যাংকগুলো তখন উদ্যোক্তার জামানত হিসেবে তাদের সার্টিফিকেট জমা দিলেই চলবে। এছাড়া ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত কোনো জামানত দরকার হয় না। গ্যারান্টার দরকার হয়।

৫০ হাজার টাকার ওপরে হলে জামানত রাখতে হয়। জামানত রাখার মতো কিছু না থাকলে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি যিনি গ্যারান্টার হবেন তার জমির দলিল জমা দিতে হয়। যদি ঋণকারী টাকা শোধ না করে সেজন্য গ্যারান্টারের প্রয়োজন হয়। শাখা অফিসে যোগাযোগ করলে ঋণের দরখাস্তের সঙ্গে কি কি কাগজপত্র লাগবে তা আপনাকে জানিয়ে দেবে।

মাইডাস : ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত গ্যারান্টারের প্রয়োজন হয়। জামানত লাগে না। এর ওপরে হলে জামানত প্রয়োজন হয়।

মাইডাসে যোগাযোগ ঠিকানা
প্রধান কার্যালয়
বাড়ি নং-৫, সড়ক-২৭, ধানমন্ডী ডাকা-১২০৯
ফোন : ৮১১৬০৯৪-৫
চট্টগ্রাম অফস
পাইনভিউ (২য় তলা)
১০০ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম-৪১০০
ফোন : ৭১৬২৩১, ৭১১০১৭

কাজকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে লোন নেয়ার যে নিয়ম ব্যাংকগুলো সেটাই মেনে লোন দেয়। এখানে একটাই সুবিধা, বিসিকের রেফারেন্স থাকলে লোন পাওয়াটা সহজ হয়। এছাড়াও মহিলাদের জন্য বিসিকের নিজস্ব একটা লোন আছে। যা সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমএ ইউসুফ বলেন, 'আমাদের ব্যাংকেই সম্ভবত লোন তোলার ব্যবস্থা বা পদ্ধতি সবচেয়ে সহজ। শুধু মাত্র সাদা কাগজে একটা দরখাস্ত করতে হয় জেলা বা থানা ওয়ারি ব্রাঞ্চগুলোতে। বাদবাকি কাজ আমরাই করি। মাইডাস তাদের নির্ধারিত আবেদন ফর্মে আবেদন পাওয়ার পর যাচাই করে দেখে কি পরিমাণ টাকা উদ্যোক্তার দরকার। ৫ লাখ টাকার মধ্যে হলে এক দুই সপ্তাহের মধ্যে তারা টাকা দেবার ব্যবস্থা করে। টাকার অংক বড় হলে তারা কিছুটা সময় নেয়। কেননা এটা বোর্ড মিটিংয়ে পাস হতে হয়।

কেন হবেন শিল্পপতি

বাংলাদেশে এখন জনসংখ্যা ১৩ কোটির উর্ধ্বে। রাষ্ট্র এই বিশাল জনগোষ্ঠীর দায়ভার টানতে গিয়ে বিপর্যস্ত। রাষ্ট্র শুধু তার নাগরিককে দেবে তাই নয়, নাগরিকদেরও রাষ্ট্রকে দেবার আছে। বিশাল জনসংখ্যার ক্ষুদ্র একটা অংশমাত্র চাকরিতে আছেন। বাংলাদেশের সংস্কৃতি কখনই শিল্প সহায়ক ছিল না। ফলে তরুণ/তরুণীরা শিল্পের দিকে ঝোঁকেনি। মাস গেলে নির্দিষ্ট একটা টাকা এই চিন্তায় তারা বিভোর থেকেছে।

শিল্পপতি হবেন কারণ সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য আছে আপনার। আপনি নিজেকে ও দেশকে নিয়ে ভাবেন। দেশের দারিদ্র্যতা আপনাকে পীড়া দেয় ইত্যাদি। সবচেয়ে বড় কারণ এখানে রিটার্ন অনেক বেশি। বিগত তিন দশকে জিনিস পত্রের দাম বেড়েছে হু হু করে। পাশাপাশি নাগরিক জীবনের জন্য অপরিহার্য তেল, পানি, গ্যাস, বিদ্যুতের দাম বেড়েছে। প্রত্যেকটি জিনিস যেহেতু মার্কেটের সঙ্গে সম্পর্কিত সে কারণে অন্যান্য জিনিসের দামও বেড়েছে। সেই তুলনায় আপনার বেতন বাড়েনি। খরচ বেড়েছে। তো আপনি যা বেতন পান তা দিয়ে সৎভাবে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর । তাই বলে অসৎ হবেন তাও নয়। আপনি লেখাপড়া জানেন, আপনি উদ্যমীও আত্মবিশ্বাসী, অতএব চাকরির পাশাপাশি ব্যবসা শুরু করেন। হতে পারে সেটা ক্ষুদ্র। অসুবিধে কোথায়? আপনি যে সৎ ইচ্ছা নিয়ে শুরু করতে যাচ্ছেন এটাই মহৎ ব্যাপার। আপনার মধ্য দিয়ে আরও কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে খারাপ কি (!)

প্রোজেক্ট প্রোফাইলের ইতিবৃত্ত

১. প্রতিষ্ঠানের নাম ও লক্ষ্য
২. পণ্যের বর্ণনা
৩. প্রকল্পের বর্ণনা
৪. সম্ভাব্য বাজার
৫. ক্রেতার চাহিদা যাচাই
৬. পণ্যের দাম নির্ধারণ
৭. ভবিষ্যতের আয়-ব্যয়ের হিসাব

বলুন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ব্যবসা মানেই ঝুঁকি। অতএব লাভ/লস যে কোনো একটির সম্মুখীন হতে পারেন আপনি। হ্যাঁ , ব্যবসাতে ঝুঁকি থাকে সত্য। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি কম। কেননা যখন আপনাকে সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ আপনি যা করতে চান তার সব ধরনের সমস্যা ও সম্ভাবনা যাচাই করেই আপনাকে টাকা দেবে। এরপরও যদি আপনার লোকসান হতে থাকে সেক্ষেত্রেও এই সব প্রতিষ্ঠান কারণ অনুসন্ধান করে দেখবে কেন লোকসান হচ্ছে। তাদের পরামর্শের কারণে লস হলে বা যৌক্তিক কারণ খুঁজে পেলে আবার আপনাকে টাকা দেবে। সেক্ষেত্রে ঝুঁকি বেশ কিছুটা কমে গেল কি-না? এছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু আপনার অর্থের ব্যবস্থা করবে তাই নয়। বরং তারা আপনার তৈরি পণ্যের বাজার দেখবে এবং খুঁজবে। পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করতে আপনাকে ট্রেনিং করাবে, এসব প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক যেসব মেলা হয় সে সব জায়গায়ও থাকবে আপনার পণ্য। ফলে ঝুঁকি কমছে বৈ বাড়ছে না। তাছাড়া চাকরি মানেই তো সুখী সমৃদ্ধ জীবন নয়। চাকরিতেও ঝুঁকি থাকছে। বেসরকারি খাতে মুখের কথায় আপনার চাকরি চলে যেতে পারে। চাকরি হলো কারো ওপর নির্ভরশীল থাকা। ব্যবসা শুরু করলে আপনার এই ঝামেলা থাকছে না। আপনি স্বাধীনভাবে নিজস্ব চিন্তা- চেতনা খাটিয়ে বেঁচে থাকবেন, প্রতিষ্ঠিত হবেন। এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে, আপনিই বলুন?

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কালচার মধ্যবিত্তের

সমাজে সবচেয়ে বেশি সমস্যা মধ্যবিত্তের। তারা না পারে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারে পেছাতে। এমন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকতে থাকতেই জীবনের অনেক সময় তারা ব্যয় করে ফেলে। দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলুন। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ান, দেখবেন পুরো পৃথিবীটাই অন্যরকম।

আপনি আত্মবিশ্বাসী চ্যালেঞ্জ আপনার পছন্দ, অতএব দ্বিধা কেন? আমার-আপনার জন্য যে সব সুযোগ-সুবিধা আছে সেটা গ্রহণ করা উচিত। বিসিক, মাইডাসের মতো প্রতিষ্ঠানের কাছে যান। তাদের কাছে প্রমাণ করুন আপনি যা করতে চান সে ব্যাপারে আপনি জানেন। আপনার আত্মবিশ্বাস আর সাহসই আপনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নয়।

এতদিন ধরে ভাবছিলেন আপনার টাকা নেই অতএব শুরু করবেন কিভাবে? এখন দেখলেন তো কত বড় বড় সব প্রতিষ্ঠান আপনার কাজকে উৎসাহ দিতে অর্থ নিয়ে বসে আছে। আপনিই ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখুন এই প্রতিষ্ঠানগুলো আপনার হাতের নাগালেই আছে। বিসিকের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন সাপ্তাহিক ২০০০কে এ বিষয়ে বললেন, 'তরুণ-তরুণীদের আর দোষ কি? তাদের সাকসেস রেট হাই। সমস্যা অন্য জায়গায়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থাই এমন হয়ে গেছে কেউ নিজে কিছু করতে চায় না। সবাই ৯টা-৫টা চাকরি চায়। ৯-৫টা চাকরি ছাড়াও ভালোভাবে সমাজে টিকে থেকে অর্থ উপার্জন করা যায়। এই কালচারচাই গড়ে ওঠেনি। বর্তমানে আমরা সম্ভবত অবস্থার কিছুটা বদল করতে পেরেছি। এখন অনেক তরুণ-তরুণী আসছে। যারা আন্তরিকভাবেই কিছু একটা করতে চায়।' বিসিকের ডিজিএম আবু তাহের খানের ভাষ্য, 'আমি তরুণদের নিয়ে আশাবাদী তারা আমাদের এখানে আসছে ট্রেনিং করছে। আমরা ঋণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তারা ব্যবসা করছে। আজকে বিআরবি ক্যাবলস, ইকোনো বলপেন, ন্যাশনাল ফ্যানের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো দেখেন। এরা বিসিকের সাহায্য গড়ে উঠেছে। প্রথমে তারা ক্ষুদ্র আকারে শুরু করেছিল। আজকে তারা বিশাল শিল্পপতি। তাদের দ্বারা নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও দেশের অর্থনীতিতে তারা ভূমিকা রাখছে। তাই নয় কি? অতএব তরুণদের প্রতি আমার আহ্বান তারা এগিয়ে আসুক। আন্তরিকতা আর মাথায় বুদ্ধি থাকলে টাকা কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হলো দ্বিধা-আর দ্বন্দ্ব, সেই সঙ্গে মানসিকতা বদলাতে হবে।'

অতএব ভেবে দেখুন আপনি শিল্পপতি। আপনার আলোয় আরো দশজনের কর্মসংস্থান হচ্ছে। দেশের দারিদ্র্যতা বিমোচনে আপনি ভূমিকা রাখছেন। অনেক পরিবারের বেঁচে থাকার সহায়ক হচ্ছেন। ক্ষুদ্র একটি ঋণ আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছে আপনার স্বপ্নের ঠিকানায়। যেখানে পৌঁছাবার লক্ষ্য আপনার সব সময় ছিলো। কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**